মেহেরপুরে ইমামের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদের ইমাম রোকনুজ্জামানের বিরুদ্ধে জীবন বীমার নামে টাকা নেওয়া ও পাওনা টাকা ফেরত না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন ভুক্তভোগী মাসুদ খান ও তার স্ত্রী মোছা. মুকুলা আক্তার।

মাসুদ খান বলেন, তিনি বিদেশে কর্মরত থাকাকালে ২০১৫ সালে রোকনুজ্জামান তার বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রী মোছা. মুকুলা আক্তার হাসিকে ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে জীবন বীমা করার প্রস্তাব দেন। ১০ বছরে ৫ লাখ টাকা জমা করলে ১০ লাখ টাকা পাওয়া যাবে বলে তাকে জানানো হয়। একই সঙ্গে বীমা কোম্পানি টাকা দিতে কোনো তালবাহানা করলে তিনি নিজে সব টাকা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দেন।

অভিযোগে আরও বলা হয়, ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে রোকনুজ্জামান প্রতি বছর ৫৫ হাজার ১৫০ টাকা করে নিয়ে মোট ৪ লাখ ৪১ হাজার ২০০ টাকা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে লাভসহ ৫ লাখ ৩৬ হাজার ৫৮০ টাকা পাওনা হয়েছে বলে দাবি করেন মাসুদ খান।

তিনি বলেন, পাওনা টাকা ফেরত চাইলে রোকনুজ্জামান বিভিন্নভাবে সময়ক্ষেপণ করতে থাকেন। গত ১১ জুলাই দুপুর ১২টার দিকে তার বাড়িতে গিয়ে টাকা চাইলে টাকা দেবেন না বলে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন।

রোকনুজ্জামান হোটেল বাজার জামে মসজিদের ইমাম হওয়ায় তার স্ত্রী সরল বিশ্বাসে জীবন বীমার জন্য টাকা দিয়েছিলেন। এখন ওই টাকা ফেরত না দিয়ে আত্মসাতের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

এ ঘটনায় রোকনুজ্জামানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে পাওনা টাকা উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী মাসুদ খান ও তার স্ত্রী মোছা. মুকুলা আক্তার।

শৈলকুপা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বাকি বিল্লাহ’র বিরুদ্ধে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের বিজয়ী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পুরস্কারের টাকা আত্মাতের অভিযোগ উঠেছে। প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার প্রায় সাত মাস পেরিয়ে গেলেও এখনো বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি পুরস্কার ও সনদ। কিন্তু বিল ভাউচার দেখিয়ে উত্তোলন করা হয়েছে টাকা। কোটচাঁদপুর উপজেলায় ভারপ্রাপ্ত থাকার সময় তিনি এই টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অশোক কুমারের অবসরজনিত কারণে পদটি শূন্য হলে সেখানে অতিরিক্ত দ্বায়িত্ব পালন করেন শৈলকুপা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বাকি বিল্লাহ। গত পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে চলতি মাসের ৮ তারিখ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। এর মাঝে জানুয়ারিতে কোটচাঁদপুরে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের উপজেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৫টি ইভেন্টে অংশ নিয়ে ক্রীড়া ও বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্ব দেখান শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। সেই পুরস্কার আজও প্রদাণ করা হয়নি বিজয়ীদের। কিন্তু গত পহেলা এপ্রিল পুরস্কার ক্রয়ের জন্য ৭৫ হাজার ৫০০ টাকার বিল-ভাউচার করে টাকা তুলে নিয়েছেন তিনি। টাকা তোলার ৫ মাস পেরিয়ে গেলেও আজও পুরস্কার দেওয়া হয়নি।

কোটচাঁদপুরের এনসিপি নেতা হৃদয় আহম্মেদ বলেন, জানুয়ারিতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলেও এখনো বিজয়ীদের পুরস্কার ও সনদ দেওয়া হয়নি। কিন্তু টাকা ঠিকই তুলে নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা কর্মকর্তার এমন কাজের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একই সাথে তার এই অনিয়মের তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানাচ্ছি।

কোটচাঁদপুর সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মফিজুর রহমান বলেন, পুরস্কার দেওয়ার বিষয়টি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের। কয়েকমাস পেরিয়ে গেলেও পুরস্কার দেওয়া হয়নি। এটি অত্যান্ত দু:খজনক।

অভিযোগের বিষয়ে শৈলকুপা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বাকি বিল্লাহ বলেন, বিল পেতে দেরি হয়েছে। ২৫ আগস্ট পুরস্কারের সামগ্রী অফিসে পাঠানো হয়েছে। আর আমি এক্সিডেন্ট করে ১ মাস ছুটিতে ছিলাম। তাই একটু দেরি হচ্ছে।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ জেলা মাধ্যমিক অফিসের সহকারী পরিদর্শক মোঃ মোজাফফর হোসেন পলাশ বলেন, বিল তোলার পরও পুরস্কার না দেওয়ার বিষয়টি দু:খজনক। আমরা তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

ঝিনাইদহে স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে মসজিদের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার উত্তর নারায়ণপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আলমগীর হোসেনের বিরুদ্ধে মসজিদের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। তার বিরুদ্ধে ডাকবাংলা বাজারের শতবর্ষী মসজিদ‘মাগুরাপাড়া বাইতুল মামুর জামে মসজিদ’র প্রায় ৪ লাখ ১৭ হাজার ৪’শ ৯০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ২০১২ সালে ওই মসজিদের ম্যানেজিং কমিটির ক্যাশিয়ার ছিলেন আলমগীর হোসেন। সেই সময় মসজিদের ১১ লাখ ১৭ হাজার ৬’শ ৮০ টাকা তার কাছে গচ্ছিত ছিল। পরবর্তী বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর মসজিদ কমিটি তার কাছে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য চাপ দেয়। কয়েকদফায় আলমগীর হোসেন প্রথমে ৬ লাখ ১০ হাজার ও পরে আরও কিছু টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য হয়। বাকি টাকা দিতে বারবার মসজিদ কর্তৃপক্ষ তাকে চাপ দিলে তিনি নানা তালবাহানা শুরু করে। সর্বশেষ

২০২৩ সালেও একাধিকবার মসজিদ কমিটি তাকে জরুরী নোটিশ প্রদাণ করে টাকা দিতে বললে আলমগীর হোসেন লিখিত ভাবে সময় নেন। এর ৩ বছর পার হলেও আজও বকেয়া ৪ লাখ ১৭ হাজার ৪’শ ৯০ টাকা পরিশোধ করেন নি তিনি।

এব্যাপারে মসজিদ কমিটির বিদায়ী সেক্রেটারী ওলিয়ার রহমান বলেন আমি দ্বায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে মসজিদের টাকা চেয়ে তার কাছে চিঠি দিয়েছিলাম কিন্তু তিনি টাকা পরিশোধ করার ব্যাপারে কোন কথা বলেন নি।

বর্তমান সেক্রেটারী হাজী শামসুল ইসলাম বলেন, আলম মাস্টারের কাছে কত টাকা মসজিদ কমিটি পাবে তার হিসাব আমার কাছে নেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই এলাকার এক মুসল্লী বলেন, মসজিদ কমিটির সভাপতি বারী মন্ডল আলমগীর মাস্টারের কাছ থেকে টাকা আদায়ে উদাসীনতা দেখাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন বারী মন্ডল যোগসাজস করে পুরো টাকা আত্মসাতের পায়তারা করছে। এছাড়াও বর্তমান মসজিদ কমিটির সহ-সভাপতি বিএনপি নেতা আব্দুর রহমান কামাল অভিযুক্ত শিক্ষক আলমগীর হোসেনের আপন ভাই হওয়ায় টাকা আদায়ে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

টাকার বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে বিএনপি নেতা আব্দুর রহমান কামাল। তিনি বলেন সকল টাকা নাকি পরিশোধ হয়েছে। কিন্তু আলমগীরের কাছে এখনও মসজিদের টাকা আছে বলে সত্যতা স্বীকার করেছেন সভাপতি বারী মন্ডল।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত আলমগীর হোসেন মাস্টার বলেন, কাগজপত্রে একটু সমস্যা ছিলো। টাকা সব পরিশোধ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ব্যবসার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে একজন

গ্রেফতার

পার্টনারশিপ ব্যবসার নামে কোটি টাকার বেশি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মোঃ জুলু মিয়া (৫৩) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের আকুল শেখের ছেলে।

এর আগে তার বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার কুলপালা গ্রামের শাহ্ আল ইমরান (৪০) থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

অভিযোগে বলা হয়, বাদী শাহ্ আল ইমরান ব্যবসায়িক পার্টনারশিপের নামে বিভিন্ন সময়ে বিবাদী জুলু মিয়ার হাতে মোট ১ কোটি ৪ লাখ টাকা প্রদান করেন। পরবর্তীতে চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসার লভ্যাংশ ও হিসাব না দিয়ে জুলু মিয়া অর্থ আত্মসাৎ করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

অভিযোগের পর পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং গত শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে অভিযান চালিয়ে নতুন বাস টার্মিনাল থেকে জুলু মিয়াকে আটক করে। আসামিকে আদালতের মাধ্যমে হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।